

## প্রতিক্রিয়াশীল

### মুক্তমনা ?

শাহাদাত হোসেন

আমার হৃদপিণ্ড কাঁপতে থাকে হৃদপিণ্ডের ভেতরে  
যখন দেখি, সকাল বেলার মুক্তমনা  
রাত বারোটা পোহাবার আগেই  
প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে চোঁচাতে থাকে আমাদের ভীড়ে;  
সত্যনিষ্ঠ বীর যখন উলংগিত করে  
ধর্মের আড়ালে ঢেকে থাকা আবর্জনা আর ছাঁইপাশেরে।

শ্বাস বন্ধের উপক্রম হয় হাসির ঢেউয়ে  
যখন ধর্মান্ত, প্রথাপাগল  
চিৎকার করে উঠে মুক্তমনের গান গেয়ে  
তবে শর্ত একটিই তার  
স্বীয় খাঁটি ধর্মখানি যেনো অস্পর্শ  
হয়ে দূরে নিরাপদে রহে প্রতিবার।

একহাতে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষপাত্র  
আরেক হস্তে প্রগতিশীলতার সুধা গাগড়ি,  
আবর্জনার আঁতাকুড়ে করে বাস  
গোলাপের সুবাস বিতরণের কৌতুককর ধাক্কাবাজি  
গোপাল ভাঁড়কেও পরাভূত করে, হানে মানবতার সর্বনাশ।

হে বন্ধুরা! তোমরা কি দেখেছো, শুনেছো কভু  
বিড়াল প্রসবিছে সিংহছাগ?  
আকন্দ ধুন্দল ফুটিয়েছে রক্তগোলাপ?  
গোলাম আজম প্রচারিছে ধর্মনিরপেক্ষতার গান  
কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র হয়েছে মূর্তমান?

এসবের চেয়ে অতি সুকঠিন আরো  
ধার্মিকের মস্তিষ্কে বপিত হয়  
বিশ্বমানবতার তরু

ধর্ম সে তো ছাইপাশ!

স্নাত হতে যদি হয় মুক্তমনার সুরভিতে  
দুটি চক্ষু, চিন্তা আর বিবেকের ছাকুনিতে

সারাক্ষণ নিজে নিজের অবস্থানকে ছাঁকিতে হয়  
বিশুদ্ধমানব হবার লক্ষের দিনরাত্রের পরিক্রমায়।

মুক্তমনা সে?

আপন ধর্ম আর সম্প্রদায়কে সযত্নে লোহার সিন্দুকে পুরে  
অক্ষত অবিকৃত রাখিতে চায় সকল সমালোচনার বাহিরে  
পরধর্মছিদ্রাশ্বেষী বন্ধমনা সে।

প্রগতিশীল সে?

যার মগজের সব কোষরাশি  
ধর্মের প্রথাগত উপকথার স্রোতে যেতেছে ভাসি।  
সেথা তিল ঠাই নাই

বৈশ্বিক হবার বীজ কাঁদিয়া মরিছে যেথা  
অন্ধুরোদগমে ব্যর্থ চিৎকারিছে হেথা  
উন্নত মনীষা শূন্য চিত্রলোকে তার বাস  
বিশ্বলোকেরে বস্তুনিষ্ঠ নিরীক্ষণে  
নাই তার কোন অবকাশ।

মূঢ় সে!

আপন গন্ডিতে আপনি পাক খাওয়া যেনো আবদ্ধ জলরাশি  
অভ্যাসের ছলনায়  
স্বীয় দুর্গন্ধ বুঝিতে না পায়  
চামর যেমন পচা চর্মেও প্রতিবেশে  
বিকৃত গন্ধানুভূতিকে সযত্নে পোষে  
গোলাপের সৌরভে তার  
মাথা ঝিমুতে থাকে বারংবার  
কিছুতেই স্বস্তি নাহি পায়  
ভাগাড়ের প্রতিবেশ হীনতায়  
তেমনি যারা কৃপমণ্ডুক আপন ধর্মের কুপে  
বিশ্বমানবতার অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের ধুপে  
তনুমন তাদের বিষিয়ে ওঠে  
বিশ্বেরে বন্ধ করিবারে চায়  
আপন ধর্মের পচাগন্ধময় ভাগাড়ের স্তূপে।